# দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা একশ পঁয়ত্রিশ

## ১৭৭৬, ১৭৮৯ ও ১৭৯৮ সালের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কণ্ঠস্বর: ১,৪৪,০০০ জনের সিলমোহর প্রাপ্তির পূর্বসূচনা

Jeff Pippenger
2024-03-14

১৭৭৬, ১৭৮৯ ও ১৭৯৮ সালের ইতিহাস, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর দেওয়ার ইতিহাসকে চিত্রিত করে। ওই প্রতিটি তারিখে, পৃথিবী থেকে ওঠা পশুটি কথা বলছিল। পৃথিবী থেকে ওঠা পশুর তিনবার কথা বলার দ্বারা প্রতীকায়িত ওই তিনটি মাইলফলক ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১; জুলাই, ২০২৩; এবং শীঘ্র আসন্ন রবিবারের আইনে খ্রিষ্টের তিনটি কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে।

> প্রভুর দিনে আমি আত্মায় ছিলাম, এবং আমার পিছনে তূরীর মতো এক মহান কণ্ঠস্বর শুনলাম। প্রকাশিত বাক্য ১:১০।

ওই তিনটি ধ্বনিসংকেতের প্রত্যেকটি তৃতীয় 'হায়'–এর ক্রমশ তীব্রতর 'ধ্বনিত হওয়া'কে চিহ্নিত করে, যা একই সঙ্গে সপ্তম সতর্কতামূলক তূর্যও, এবং তূর্য এক ধরনের কণ্ঠস্বর।

> স্বর উঁচু করে ঘোষণা কর, ক্ষান্ত হয়ো না; তোমার কণ্ঠ তূর্যের ন্যায় উচ্চ কর, এবং আমার প্রজাদের তাদের অধর্ম, আর যাকোবের গৃহকে তাদের পাপসমূহ জানিয়ে দাও। যিশাইয় ৫৮:১।

প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙ্গার উদ্দেশে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে কণ্ঠস্বর ছিল, তা ছিল প্রহরীদের কণ্ঠস্বর, যারা লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদকে যিরমিয়ার প্রাচীন পথে ফিরতে আহ্বান করছিল; কিন্তু বিদ্রূপকারীদের সমাবেশে সে পথে চলতে অস্বীকার করল।

> সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমরা পথগুলোর মধ্যে দাঁড়াও, এবং দেখো, এবং প্রাচীন পথসমূহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো, কোথায় সেই উত্তম পথ, এবং তদনুসারে চল; তাহলেই তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে। কিন্তু তারা বলল, আমরা তদনুসারে চলব না। আবার আমি তোমাদের উপরে প্রহরী নিযুক্ত করলাম, এই বলে, তূর্যের শব্দে কর্ণপাত করো। কিন্তু তারা বলল, আমরা কর্ণপাত করব না। যিরমিয় ৬:১৬, ১৭।

জুলাই, ২০২৩-এর কণ্ঠস্বর ছিল ফিউচার ফর আমেরিকা-র সেবাকর্মের পুনরুত্থান, যা ১৮ জুলাই, ২০২০-র 'প্রথম হতাশা' থেকে নীরব ছিল। যেমন শীঘ্র আগমনকারী মশীহের বিষয়ে জনের ঘোষণা ছিল, এবং যেমন শীঘ্র আগমনকারী খ্রিস্টবিরোধীর বিষয়ে জাস্টিনিয়ানের ঘোষণা ছিল, তেমনি ফিউচার ফর আমেরিকা চিহ্নিত করছিল যে শীঘ্র-আসন্ন রবিবারের আইনের সেই পথচিহ্নে সপ্তম তূর্যধ্বনিসহ আমেরিকার ভবিষ্যৎ চরিত্রে বদলে যেতে চলেছে। অরণ্যে আহ্বানকারীর কণ্ঠস্বরই ছিল জুলাই, ২০২৩-এর কণ্ঠস্বর।

প্রকাশিত বাক্যগ্রন্থের আঠারো অধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ঠটি শোনা যাবে আসন্ন রবিবারের আইনের সময়, যখন পৃথিবী থেকে উঠা জন্তুটি ড্রাগনের মতো কথা বলবে। সেই মুহূর্তেই "গাধা"-কে তৃতীয়বার আঘাত করা হবে, এবং তখন "গাধা" কথা বলবে। "গাধা"-কে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর অল্পকাল পর, ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এর পর আঘাত করা হয়েছিল, এবং তারপর আসন্ন রবিবারের আইনে আবার আঘাত করা হবে—সেখানেই তা কথা বলবে। বিল্আমের

সাক্ষ্যে একটি স্বর্গদূত তাকে পথ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, এবং সেই স্বর্গদূত প্রতিনিধিত্ব করে ইসলামের চার বাতাস ধরে রাখতে আদিষ্ট চারজন স্বর্গদূতকে; কিন্তু রবিবারের আইনে ইসলামের "গাধা" সপ্তম তূরীর ধ্বনিতে কথা বলবে, যা তৃতীয় "হায়"-ও বটে।

সেখানেই ১৮ জুলাই, ২০২০ থেকে অপেক্ষমাণ ইসলাম-সংক্রান্ত দর্শন কথা বলবে, কারণ তখন তা আর বিলম্ব করবে না। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহনের সময়ে বহু কণ্ঠ শোনা যায়, এবং সেই সময়কালটি ঈশ্বরের কার্যকরী বিচারের পূর্ববর্তী, যা শিগগির আগত রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে শুরু হবে। ঈশ্বরের কার্যকরী বিচারকে সাতটি পাত্রসহ সাতজন স্বর্গদূত দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। সেই সময়কাল পবিত্র আত্মার ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়, এবং এটি পেন্টেকস্টের পুনরাবৃত্তিকে নির্দেশ করে, যখন পবিত্র আত্মা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল এবং অগ্নিজিহ্বাগুলি ওই ঘটনার সাক্ষ্য দিয়েছিল। সেই সময়ে এই ঢেলে দেওয়া আর পরিমিত থাকবে না, কারণ তখন পবিত্র আত্মা বিনা মাপে ঢেলে দেওয়া হবে।

> "তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ঘোষণায় যে স্বর্গদূত যুক্ত হয়, সে সমগ্র পৃথিবীকে তার মহিমায় আলোকিত করবে। এখানে বিশ্বব্যাপী পরিসর ও অভূতপূর্ব শক্তিসম্পন্ন এক কার্য পূর্ববাণী করা হয়েছে। ১৮৪০–৪৪ সালের আগমন আন্দোলন ছিল ঈশ্বরের শক্তির এক মহিমান্বিত প্রকাশ; প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা পৃথিবীর প্রত্যেক মিশনারি কেন্দ্রে বহন করা হয়েছিল, এবং কিছু দেশে ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের পর থেকে কোনো দেশেই যতখানি ধর্মীয় আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, তার মধ্যে সেটিই ছিল সর্বাধিক; কিন্তু তৃতীয় স্বর্গদূতের শেষ সতর্কবার্তার অধীন যে পরাক্রমশালী আন্দোলন সংঘটিত হবে, তার দ্বারা এগুলোকেও অতিক্রম করা হবে।"
>
> কর্মটি পেন্টেকস্টের দিনের মতোই হবে। যেমন 'প্রথম বৃষ্টি' সুসমাচারের সূচনায় পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণ বর্ষণে মূল্যবান বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটানোর জন্য দেওয়া হয়েছিল, তেমনি 'পরবর্তী বৃষ্টি' তার সমাপ্তিতে ফসলকে পরিপক্ব করার জন্য দেওয়া হবে। The Great Controversy, 611.

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের সিলমোহর দেওয়া শুরু হয়েছিল, এবং পবিত্র আত্মা এক পরিমাপে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। এই ঢেলে দেওয়ার পরিমাপটি পেন্টেকোস্টের ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়েছিল, খ্রিস্টের পুনরুত্থান থেকে শুরু করে, যেখানে এক স্বর্গদূত বলেছিলেন, "ঈশ্বরের পুত্র, বেরিয়ে এসো; পিতা তোমাকে ডাকছেন," ঠিক যেমন যীশু "লাজার, বেরিয়ে এসো" কথায় লাজারকে সমাধি থেকে ডেকেছিলেন। ২০২৩ সালে, খ্রিস্ট দুই সাক্ষীর মৃত, শুকনো অস্থিসমূহকে "বেরিয়ে এসো" বলে ডেকেছিলেন।

খ্রিস্টের পুনরুত্থানের পর তিনি প্রথমে তাঁর পিতার কাছে ঊর্ধ্বারোহণ করলেন, তারপর তিনি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যেমন করেছিলেন তেমনি অবতরণ করলেন। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে তাঁর শিষ্যদের আলোকিত করলেন—মেরি সঙ্গে সাক্ষাৎ, এম্মাউসের পথে যাঁদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই শিষ্যদের সঙ্গে, এবং তারপর বাকি শিষ্যদের সামনে উপস্থিতি হওয়ার মাধ্যমে। তাঁর চূড়ান্ত ঊর্ধ্বারোহণের আগে চল্লিশ দিন তিনি শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন; তারপর আরও দশ দিন পর, তারা সবাই একমত হয়ে এক জায়গায় ছিল, এবং পবিত্র আত্মা সীমাহীনভাবে বর্ষিত হল।

> যখন যিশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর মৃত্যু-পূর্বে তাঁদের বলা কথাগুলি—যে মূসার ব্যবস্থায়, নবীদের গ্রন্থে, এবং তাঁকে

> সম্বন্ধে গীতসংহিতায় যা লেখা আছে, সবই পূর্ণ হতে হবে। 'তখন তিনি তাঁদের বোধ খুলে দিলেন, যাতে তারা শাস্ত্রসমূহ বুঝতে পারে, এবং তাঁদের বললেন, এভাবেই লেখা আছে, এবং এভাবেই খ্রীষ্টের কষ্টভোগ করা এবং তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়া আবশ্যক ছিল; এবং যেন সমস্ত জাতির মধ্যে, যিরূশালেম থেকে আরম্ভ করে, তাঁর নামে পশ্চাত্তাপ ও পাপসমূহের ক্ষমা প্রচারিত হয়। আর তোমরা এই বিষয়গুলির সাক্ষী।' যুগের আকাঙ্ক্ষা, ৮০৪।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে, যিশুর কণ্ঠস্বর দুই মৃত সাক্ষীকে জাগিয়ে তুলল এবং মোশির বিধি ("সাত বার"), নবীরা (নবুকদনিজেরের পশুদের মূর্তি), এবং গীতসংহিতা (মোশি ও মেষশাবকের অভিজ্ঞতা)-এ যা যা লেখা আছে, সে সব বিষয়ে তাঁর শিষ্যদের উপলব্ধি উন্মুক্ত করতে শুরু করল। তাঁর শিক্ষা-কার্য তাঁর পুনরুত্থানের সময়েই শুরু হয়েছিল, এবং পরবর্তী চল্লিশ দিনে তা আরও তীব্রতর হয়। তা শুরু হয়েছিল তাঁর খাবার চাওয়ার মধ্য দিয়ে।

> তারা আনন্দের কারণে এখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না এবং বিস্মিত হচ্ছিল; তখন তিনি তাঁদের বললেন, এখানে কি তোমাদের কাছে কোনো খাবার আছে? তাঁরা তাঁকে ভাজা মাছের একটি টুকরো এবং মৌচাকের একখণ্ড দিল। তিনি তা গ্রহণ করে তাঁদের সামনে খেলেন। তিনি তাঁদের বললেন, আমি যখন এখনও তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন তোমাদের যা বলেছিলাম, তা-ই— আমার সম্বন্ধে মোশির বিধি, ভাববাদীদের লেখায় এবং গীতসংহিতায় যা লেখা আছে, সেগুলো সবই পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। লূক ২৪:৪১-৪৪।

প্রার্থনা ছিল চলমান ইতিহাসে একটি প্রধান পথচিহ্ন; খ্রিস্টের পুনরুত্থান থেকে চল্লিশ দিন পরে তাঁর স্বর্গারোহণ পর্যন্ত যে পর্ব, তার পর পেন্টেকোস্ট পর্যন্ত আরও দশ দিন (দশ একটি পরীক্ষা) ছিল, যখন পবিত্র আত্মা অপরিমিতভাবে ঢেলে দেওয়া হবে। তাঁর পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ, এবং পরে তাঁর পুনরায় অবতরণ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-কে প্রতিনিধিত্ব করে। ২০২৩ সালের জুলাই চল্লিশ দিনের সমাপ্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ২০২৩ সালের জুলাইয়ের পর যে দশ দিন আসে, তা শীঘ্র আসতে থাকা রবিবারের আইনের দিকে নিয়ে যায়। ওই শেষ দশ দিনের সময়ে, ঐক্য ও প্রার্থনাই পথচিহ্ন। এই ঐক্যটি ইজেকিয়েলের সাতত্রিশতম অধ্যায়ের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীতে উপস্থাপিত হয়েছে, যা হাড়, স্নায়ু ও মাংসকে একত্র করেছিল। ইজেকিয়েলের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল চার দিকের বাতাসের শ্বাস, আর শ্বাস প্রার্থনার প্রতীক। ওই শেষ দশ দিনে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মোহরিত হয়, কারণ তাদের লাজারুস দ্বারা প্রতিরূপায়িত করা হয়েছে।

> বেথানিয়ায় যেতে তাঁর বিলম্বের এটাই কারণ ছিল। এই সর্বোচ্চ অলৌকিক কাজ—লাজারকে জীবিত করা—তাঁর কাজের উপর এবং তাঁর ঈশ্বরত্বের দাবির উপর ঈশ্বরের সীলমোহর স্থাপন করার জন্যই ছিল। যুগের আকাঙ্ক্ষা, 529.

এই চূড়ান্ত অলৌকিক ঘটনার সময় কেবল জ্ঞানী কুমারীরাই মোহরবদ্ধ হন না, বরং মূর্খ কুমারীরাও বিষয়টির ভুল পক্ষে মোহরবদ্ধ হন।

> "খ্রিস্টের শ্রেষ্ঠতম অলৌকিক কাজ—লাজারকে জীবিত করা—যাজকদের এই সংকল্পকে সীলমোহর দিয়েছিল যে তারা পৃথিবী থেকে যিশু ও তাঁর বিস্ময়কর কর্মসমূহকে সরিয়ে দেবে; যেগুলো দ্রুতই জনসাধারণের ওপর তাদের প্রভাবকে ধ্বংস করছিল।" প্রেরিতদের কার্যাবলি, ৬৭।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনকে সিলমোহর দেওয়ার ইতিহাসে, শীঘ্র আগত রবিবারের আইন পর্যন্ত, যে বহু কণ্ঠস্বর রয়েছে, সেগুলো "পংক্তির পর পংক্তি," ঈশ্বরের

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যের কণ্ঠস্বর; এবং সেই কণ্ঠস্বরগুলো সেই সময়কালে ধ্বনিত হয়, যখন "প্রত্যেকে দর্শনের প্রভাব" সম্পন্ন হয়। সপ্তম মোহর খোলা হলে সেগুলো ধ্বনিত হয়।

> আর তিনি যখন সপ্তম মোহরটি খুললেন, তখন প্রায় আধঘণ্টাকাল স্বর্গে নীরবতা নেমে এল। আর আমি সেই সাতজন স্বর্গদূতকে দেখেলিাম, যাঁহারা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন; এবং তাঁহাদিগকে সাতটি তূরী দেওয়া হইল। আর অন্য এক স্বর্গদূত আসিয়া বেদির কাছে দাঁড়াইলেন, তাঁহার হাতে একটি স্বর্ণধূপাধার ছিল; এবং তাঁহাকে অনেক ধূপ দেওয়া হইল, যেন তিনি সিংহাসনের সম্মুখস্থিত স্বর্ণবেদির উপরে সমস্ত সাধুগণের প্রার্থনার সহিত তাহা উৎসর্গ করেন। আর ধূপের ধোঁয়া, যা সাধুগণের প্রার্থনার সহিত মিশ্রিত ছিল, স্বর্গদূতের হাত হইতে ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিয়া গেল। পরে সেই স্বর্গদূত ধূপাধারটি লইলেন, এবং বেদির অগ্নিতে তাহা পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তখন নানা শব্দ, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎচমক, এবং ভূমিকম্প হইল। প্রকাশিত বাক্য ৮:১–৫।

সপ্তম সীলের উন্মোচনে নীরবতা নেমে এলো, কারণ এই সময়কালটি একটি বিধান-পরিবর্তনকে নির্দেশ করে; আর পবিত্র বিধানে পরিবর্তন ঘটলে স্বর্গে সর্বদা নীরবতা নেমে আসে—যেমন ক্রুশের ঘটনায় দেখা যায়, যখন স্বর্গদূতেরা তাঁদের সঙ্গীত ও স্তব থামিয়েছিলেন। প্রায়শ্চিত্তের দিনের বিধানও স্বর্গের নীরবতার সাক্ষ্য দেয়, এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ, হাবাক্কুক দুই, পদ বিশ সমগ্র পৃথিবীকে নীরব থাকতে আদেশ দিয়েছিল।

> মানুষ যেন ক্ষমা পেয়ে বাঁচতে পারে, এই জন্য তাঁর পুত্রকে মৃত্যুতে সমর্পণ করার মধ্যে ঈশ্বরের মহান প্রেম ও অনুকম্পা আমাকে দেখানো হয়েছে। আমাকে আদম ও হাওয়াকে দেখানো হয়েছিল, যারা এডেন উদ্যানের সৌন্দর্য ও মনোহরতা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং একটি ছাড়া উদ্যানের সকল বৃক্ষের ফল খাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু সাপ হাওয়াকে প্রলুব্ধ করল, আর সে তার স্বামীকে প্রলুব্ধ করল, এবং তারা উভয়েই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেল। তারা ঈশ্বরের আদেশে ভঙ্গ করল এবং পাপী হয়ে গেল। এই সংবাদ স্বর্গমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ল, এবং প্রতিটি বীণা নীরব হয়ে গেল। স্বর্গদূতেরা শোক করল, এবং আশঙ্কা করল—না জেনে আদম ও হাওয়া আবার হাত বাড়িয়ে জীবনবৃক্ষের ফল খেয়ে অমর পাপী হয়ে পড়ে। কিন্তু ঈশ্বর বললেন যে তিনি অপরাধীদের উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দেবেন, এবং করুবেরা ও জ্বলন্ত তরবারি দ্বারা জীবনবৃক্ষের পথে প্রহরা দেবেন, যাতে মানুষ তার কাছে যেতে না পারে এবং তার ফল না খেতে পারে, যা অমরত্বকে চিরস্থায়ী করে। আর্লি রাইটিংস, ১২৫।

যখন মানুষ পাপী হয়ে পড়ল, স্বর্গ নীরব হয়ে গিয়েছিল; যখন পাপীদের মুক্তি দিতে খ্রিস্টের রক্তপাত হলো, স্বর্গ নীরব হয়ে গিয়েছিল; এবং যখন তাঁর প্রজাদের মধ্য থেকে পাপ অপসারণে খ্রিস্টের বিচারকার্য শুরু হলো, স্বর্গ নীরব হয়ে গিয়েছিল।

> স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে মানুষের পক্ষ হয়ে খ্রিষ্টের মধ্যস্থতা পরিত্রাণের পরিকল্পনার জন্য ততটাই অপরিহার্য, যতটা ছিল ক্রুশে তাঁর মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি সেই কাজের সূচনা করেছিলেন, যা পুনরুত্থানের পর তিনি স্বর্গে সম্পন্ন করতে আরোহণ করেছিলেন। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৪৮৯।

বিচারের কাজ ১৮৪৪ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সাথে শুরু হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরের লোকেরা ঐশ্বরিক সত্যের সাথে চিরকাল এক হয়ে যাওয়ার বদলে অরণ্যে মরাকেই বেছে নিয়েছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের তৃতীয় স্বর্গদূত আবার আগমন করলেন এবং স্বর্গে আবার নীরবতা নেমে এলো। তারপর যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ সপ্তম মোহর খুলতে শুরু করলেন,

যখন স্বর্গদূতেরা চূড়ান্ত প্রজন্মের ইতিহাসে তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমন প্রত্যক্ষ করছিলেন।

সাতজন বিচারের স্বর্গদূত সেখানে ধ্বংসের কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তখন তাদের বলা হলো, "ধরে রাখো, ধরে রাখো, ধরে রাখো, ধরে রাখো," এদিকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর করা হচ্ছিল। বিশ্বস্তদের দ্বিবিধ প্রার্থনা স্বর্গে প্রেরিত হয়েছিল, যা পেন্টেকোস্টের পূর্ববর্তী দশ দিনে প্রতীকায়িত, এবং যা চল্লিশ দিনের (মরুভূমির প্রতীক) পরে শুরু হয়েছিল, প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোর সাড়ে তিন দিনকে (মরুভূমির প্রতীক) উপস্থাপন করে। তারপর ঐ দুই সাক্ষীকে মরুভূমি থেকে আসা কণ্ঠে নির্দেশ দেওয়া হলো যে তারা দানিয়েলের দুইটি প্রার্থনা পূরণ করবে। দানিয়েল অধ্যায় দুই-এর প্রার্থনা, যেখানে দানিয়েল এবং তিনজন ধর্মপ্রাণ নেবুখদ্নেজারের পশুর মূর্তির গোপন স্বপ্ন বুঝতে আলোর জন্য প্রার্থনা করছিলেন; এবং অধ্যায় নয়-এ দানিয়েলের প্রার্থনা, যেখানে দানিয়েল একাই প্রার্থনা করছিলেন, লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের প্রার্থনার শর্ত পূরণ করে।

দানিয়েল দুই অধ্যায়ের সমষ্টিগত প্রার্থনা ছিল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের বাহ্যিক রেখার মধ্যে গোপনে নিহিত এক রহস্য সম্পর্কে আলোর জন্য। দানিয়েল নয় অধ্যায়ের ব্যক্তিগত, গোপন প্রার্থনা ছিল এক অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের বিষয়ে করুণার জন্য। ২০০১ সালে পরবর্তী বৃষ্টির আগুন যখন পড়তে শুরু করল, তখন যারা 'পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি' পদ্ধতিটি বুঝত, তারা বহু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। বেদি থেকে যে আগুন পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, সেটিই ছিল সেই বার্তা যা জ্ঞানী ও মূর্খদের চূড়ান্ত পৃথকীকরণ ঘটিয়েছিল, এবং সেই বার্তাটি ঐ দশটি প্রতীকী দিনের মধ্যে ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকায়, বার্তাটি আরও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

বার্তাটি ছিল তৃতীয় বিপদের ক্রমবর্ধমান সংকট; যা ইজেকিয়েল সাঁইত্রিশ অধ্যায়ে সেই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল, যা প্রথমে দুই সাক্ষীকে একত্র করেছিল এবং পরে তাদেরকে এক প্রবল সেনাবাহিনী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। এরপর সাঁইত্রিশ অধ্যায়েই, তারা এক দণ্ডে যুক্ত হয়, এবং এক দণ্ডে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে যে ঐক্যটি প্রতীকায়িত হয় তা ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সংযুক্তিকে নির্দেশ করে, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহর দেওয়ার চূড়ান্ত পর্বগুলিতে সম্পন্ন হয়।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে প্রার্থনাগুলি ঈশ্বরের কাছে উঠতে শুরু করল, এবং সেগুলো ছিল দানিয়েল পুস্তকের নবম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রার্থনা। তারপর শোনা গেল কণ্ঠস্বর এবং বজ্রধ্বনি, এবং তখন বিদ্যুৎ চমকও দেখা গেল। প্রাকৃতিক জগতে যেমন, তেমনি ভবিষ্যদ্বাণীতেও বৃষ্টির সঙ্গে বজ্র ও বিদ্যুৎ থাকে। বৃষ্টি শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে। বজ্র ও বিদ্যুতের প্রথম উল্লেখ এটিকে এমন এক বার্তা হিসেবে চিহ্নিত করে, যা ঈশ্বরভীতি জাগানোর জন্য পরিকল্পিত।

> তৃতীয় দিনের সকালে এমন ঘটল যে, বজ্রগর্জন ও বিদ্যুতের ঝলক দেখা দিল, পর্বতের উপর ঘন মেঘ ছিল, আর শিঙার ধ্বনি অত্যন্ত জোরে শোনা গেল; ফলে শিবিরে থাকা সকল লোক কেঁপে উঠল। নির্গমন ১৯:১৬।

বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রধ্বনির সঙ্গে তূরীর "শব্দ"ও যোগ হয়েছিল। তাদের সঙ্গে বৃষ্টিও থাকে, এবং ঈশ্বরের জনগণকে পথ দেখানোর জন্য তারা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পদচিহ্নের প্রতীক।

> মেঘগুলি জল ঢেলে দিল; আকাশ থেকে ধ্বনি বেরিয়ে এল; তোমার তীরগুলোও চারদিকে ছুটে গেল। তোমার বজ্রের স্বর আকাশে শোনা গেল; বিদ্যুতের ঝলক পৃথিবীকে আলোকিত করল; পৃথিবী কেঁপে উঠল ও দুলল। সমুদ্রের মধ্যে তোমার পথ, মহা-জলের মধ্যে তোমার গমনপথ, আর তোমার পদচিহ্ন অজ্ঞাত। তুমি মোশি ও হারুনের মাধ্যমে তোমার লোকদের ভেড়ার পালের মতো পরিচালনা করলে। গীতসংহিতা ৭৭:১৭-২০।

বজ্রপাত ও বজ্রধ্বনি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, যা বৃষ্টির সময় ঘটে, এবং সেই সময়ে তিনি তাঁর ভাণ্ডার থেকে তাঁর বায়ুসমূহ বের করে আনেন (ইসলাম হলো পূর্ব বাতাস)।

> তিনি যখন তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চ করেন, আকাশে জলরাশির প্রাচুর্য হয়, এবং তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে বাষ্পকে ঊর্ধ্বে উঠান; তিনি বৃষ্টির সঙ্গে বিদ্যুৎচমক সৃষ্টি করেন, এবং তিনি তাঁর ভাণ্ডার থেকে বায়ু বের করেন। যিরমিয় ১০:১৩।

ঈশ্বর সিংহের মতো গর্জে উঠলে তিনি তাঁর কণ্ঠ প্রকাশ করলেন, এবং তার উত্তরে সাতটি বজ্র গর্জে উঠল, আর সেই সাতটি বজ্র মিলারাইট আন্দোলনের ইতিহাসে এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনেও ঈশ্বরের পদচিহ্নের প্রতীক, যে আন্দোলনটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ আবার উপস্থিত হয়েছিল, যখন তিনি তাঁর ভাণ্ডার থেকে পূর্ব বায়ু বের করে আনলেন।

> তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে বাষ্পকে উর্ধ্বে উঠান; তিনি বৃষ্টির জন্য বজ্রপাত সৃষ্টি করেন; তিনি তাঁর ভাণ্ডারসমূহ থেকে বাতাস বের করেন। তিনিই মিশরের প্রথমজাতদের, মানুষ ও পশু উভয়কেই, আঘাত করেছিলেন। গীতসংহিতা ১৩৫:৭, ৮।

তিনি তাঁর ভাণ্ডারসমূহ থেকে বায়ু বের করলেন, যখন মিশরের প্রথমজাতেরা নিহত হয়েছিল, এবং পাসওভার ক্রুশকে প্রতীকায়িত করেছিল, যা পরবর্তীতে 1844 সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনকে প্রতীকায়িত করেছিল, যা পরবর্তীতে পূর্ব পবনের দিনে, 2001 সালের 11 সেপ্টেম্বর, তৃতীয় স্বর্গদূতের প্রত্যাবর্তনকে প্রতীকায়িত করেছিল।

যখন সাতটি সিলমোহর দিয়ে মোহরবদ্ধ বইটির সিলমোহরগুলো খোলা হয়, তা সত্যের প্রগতিশীল বিকাশকে নির্দেশ করে। সপ্তম সিলমোহর খোলা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর দেওয়ার সময়কে নির্দেশ করে। সাতটি সিলমোহর দিয়ে মোহরবদ্ধ বইটির কথা প্রথম উল্লেখ করা হলে সেখানে বিদ্যুৎচমক, বজ্রধ্বনি ও কণ্ঠস্বর থাকে, কিন্তু ভূমিকম্প থাকে না।

> আর সিংহাসন থেকে বিদ্যুৎ-চমক, বজ্রধ্বনি ও কণ্ঠস্বর নির্গত হচ্ছিল; এবং সিংহাসনের সামনে আগুনের সাতটি প্রদীপ জ্বলছিল, যেগুলো ঈশ্বরের সাত আত্মা। প্রকাশিত বাক্য ৪:৫।

কণ্ঠস্বর, বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনির প্রথম উল্লেখে বৃষ্টিকে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে; তিনি আগুনের সাতটি প্রদীপরূপে বর্ণিত, তবে সেখানে কোনো ভূমিকম্প নেই। সপ্তম সীল খোলার সময়ই শিগগির আগত রবিবারের আইনের ভূমিকম্পকে চিহ্নিত করা হয়। প্রকাশিত বাক্যের চতুর্থ অধ্যায় যিহূদা গোত্রের সিংহের দ্বারা সম্পন্ন সত্যের মোহর খোলা শুরু হওয়াকে নির্দেশ করে, এবং যখন মোহর-লাগানোর সময় নির্ধারিত হয়, তখন সেই সময়কালের শুরু ও সমাপ্তিও নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমান সময়পর্বের শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, যখন সেই স্বর্গদূত তাঁর মহিমা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; তারপর ইশাইয়া ছয় অধ্যায়ে আমাদের

জানানো হয়েছে যে, "কণ্ঠস্বর, বিদ্যুৎ-চমক, বজ্রধ্বনি, বাতাস ও বৃষ্টি" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে যে বার্তাটি এবং যা রবিবারের আইনে গিয়ে সমাপ্ত হয়, তা এমন এক জনগোষ্ঠীর কাছে ঘোষণা করা হবে যারা দেখে, কিন্তু বিদ্যুৎ-চমকের অর্থ অনুধাবন করতে অক্ষম থাকবে, এবং তারা শুনলেও কণ্ঠস্বর ও বজ্রধ্বনির অর্থ বুঝতে পারবে না—যতক্ষণ না মহাভূমিকম্প তাদের উপর আঘাত হানে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের উপর মোহর লাগানোর সময়কালই সেই সময়, যখন প্রত্যেকে দর্শনের প্রভাব পূর্ণতা লাভ করে।

ঐ ইতিহাস উপাসকদের দুটি শ্রেণি সৃষ্টি ও প্রকাশ করে। এক শ্রেণি বৃষ্টিকে চিনতে পারে, তাই তারা তা গ্রহণ করে, কারণ তারা বজ্রপাত দেখতে পারে এবং কণ্ঠস্বর, বজ্রধ্বনি ও বাতাসের শব্দ শুনতে পারে। মোহরকরণের সময়কালের শেষে, শীঘ্র আসন্ন রবিবার আইনের মহাভূমিকম্প তখন ঈশ্বরের কার্যনির্বাহী বিচারসমূহের সূচনা করে।

> আর স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দির উন্মুক্ত হল, এবং তাঁর মন্দিরে তাঁর চুক্তির সিন্দুক দেখা গেল; এবং বিদ্যুৎ-চমক, কণ্ঠস্বর, বজ্রধ্বনি, ভূমিকম্প ও মহা শিলাবৃষ্টি ঘটল। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৯।

মহাভূমিকম্পের সময় "বিদ্যুতের ঝলক, কণ্ঠস্বর, এবং বজ্রধ্বনি"-র মধ্যে "শিলাবৃষ্টি"ও অন্তর্ভুক্ত। "শিলাবৃষ্টি" বোঝায় সেই বিচারসমূহকে, যা সিলমোহর দেওয়ার সময়ের শুরুতে এ কাজের জন্য প্রস্তুত থাকা সাতজন স্বর্গদূতের দ্বারা বর্ষিত হতে শুরু করে, যখন সপ্তম সীল খোলা হচ্ছিল; সেই সময় তারা অপেক্ষা করছিল যে, স্বর্গদূতটি যিরূশালেমের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দেশে (বাহ্যিক) এবং গির্জায় (অভ্যন্তরীণ) সংঘটিত ঘৃণ্যকর্মের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ক্রন্দন করে এমনদের উপর চিহ্ন বসাবে।

"শিলাবৃষ্টি" ঈশ্বরের বিধ্বংসী বিচারের সময় নির্দেশ করে, যা ঈশ্বরের অন্য পালের জন্য করুণার সময়, যাদের তখন বাবিল থেকে বেরিয়ে আসতে ডাকা হচ্ছে, এবং যখন বৃহৎ জনসমষ্টির শেষজনও ঈশ্বরের পালে যোগ দেয়, তখন মানবজাতির অনুগ্রহকাল সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়।

> আর সপ্তম স্বর্গদূত তার পাত্র বায়ুতে ঢেলে দিল; এবং স্বর্গের মন্দির থেকে, সিংহাসন থেকে, এক মহান কণ্ঠস্বর এলো, বলল, 'সম্পন্ন হয়েছে।' এবং কণ্ঠস্বর, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক হলো; এবং এক মহাভূমিকম্প হলো—এমন ভূমিকম্প, এত প্রবল ও এত মহান, যা মানুষ পৃথিবীতে আসার পর থেকে কখনো হয়নি। এবং সেই মহান নগরী তিন ভাগে বিভক্ত হলো, এবং জাতিদের নগরীগুলি পতিত হলো; এবং মহা-বাবিলন ঈশ্বরের সামনে স্মরণে এলো, যাতে তাকে তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধের দ্রাক্ষারসের পেয়ালা দেওয়া হয়। প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৭-১৯।

প্রিয় পাঠক: আপনি কি কণ্ঠস্বর ও বজ্রধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনি কি বিদ্যুৎ চমক দেখতে পাচ্ছেন? আপনি কি বাতাসের স্পর্শ অনুভব করছেন? শিগগিরই আপনি তিলের জন্য আকুল মনিতি করা মূর্খ কুমারীদের কণ্ঠস্বর শুনবেন।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> আমরা শান্তির জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু কোনো মঙ্গল এল না; আর আরোগ্যের সময়ের জন্য, আর দেখো—দুর্দশা! তার অশ্বদের ফুঁসফুঁস শব্দ দান থেকে শোনা গেল; তার প্রবলদের হ্রেষাধ্বনির শব্দে সমগ্র দেশ কেঁপে উঠল; কারণ তারা এসে দেশটিকে ও তাতে যা কিছু আছে—নগর ও তাতে বসবাসকারীদের—গ্রাস করেছে। কারণ

দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে সাপ, ককাট্রিস পাঠাব, যাদের মন্ত্রে বশ করা যাবে না; তারা
তোমাদের দংশন করবে, প্রভু বলেন। আমি যখন শোকে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাই,
আমার হৃদয় আমার মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়ে। দেখো, দূর দেশে বাসিন্দাদের কারণে আমার
জনগণের কন্যার আর্তনাদের ধ্বনি: প্রভু কি সিয়োনে নেই? তার রাজা কি তার মধ্যে
নেই? তাহলে কেন তারা তাদের খোদিত মূর্তি ও পরদেশীয় অসার বস্তু দিয়ে আমাকে
ক্রোধান্বিত করেছে? ফসল কাটার সময় পার হয়ে গেছে, গ্রীষ্ম শেষ হয়েছে, তবু আমরা
উদ্ধার পাইনি। আমার জনগণের কন্যার আঘাতে আমিও আঘাতপ্রাপ্ত; আমি শোকে
কালো হয়ে গেছি; বিস্ময় আমাকে গ্রাস করেছে। গিলিয়াদে কি বাম নেই? সেখানে কি
চিকিৎসক নেই? তবে আমার জনগণের কন্যার আরোগ্য কেন হয়নি? যিরমিয় ৮:১৫–২২।